প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2009 ……
পৃষ্ঠা … ১ … কলাম … ৫-৬ ……

বেদখল হওয়া হল উদ্ধারের দাবিতে বিক্ষোভ

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আহত শতাধিক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হয়ে যাওয়া ১২টি হল পুনরুদ্ধারের দাবিতে ছাত্র-পুলিশ দফায় দফায় সংঘর্ষে শতাধিক আহত হয়েছে। তিন ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে ছাত্ররা অজস্র যানবাহন ভাঙচুর করে, এবং সদরঘাট সড়ক দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। পুলিশ সাতজনকে আটক করে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

একই দাবিতে গত শনিবার ছাত্ররা বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা ও ক্লাস বর্জন করে মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার চত্বরে জড়ো হতে থাকে। বেলা পৌনে ১১টায় শিক্ষার্থীদের একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ফটকের বাইরে বের হতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ ক্যাম্পাসসংলগ্ন বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। একপর্যায়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষোভকারীরা প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষের তিনটি দরজা ও বেশ কয়েকটি জানালা ভাঙচুর করে।

একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের অপর অংশ বাংলাবাজারমুখী তালাবদ্ধ নতুন ফটক ভেঙে বের হয়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনের সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। একপর্যায়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে লাঠিপেটা শুরু করে। বিক্ষোভকারীরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে চারপাশ থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী কলা ও বাণিজ্য অনুষদের ভবনে আশ্রয় নিলে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। বাণিজ্য অনুষদের নিচতলায় শিক্ষার্থীদের আশ্রয় নেওয়া কয়েকটি কক্ষের দরজা ভেঙেও পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। গণিত বিভাগের মিলনায়তনে ঢুকেও লাঠিপেটা করে পুলিশ।

সংঘর্ষের সময় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে স্কুলফেরত শিশু ও তাদের মায়েরা দুর্ভোগের শিকার হন। কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁজে শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে দিগ্বিদিক দৌড়াতে থাকে।

দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভকারীদের এই বলে শান্ত করার চেষ্টা করেন যে, শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে তাঁরাও একমত। তাঁরা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিক্ষোভকারীদের কিছুটা শান্ত করে শহীদ মিনার চত্বরে জড়ো করেন। সেখানে তাৎক্ষণিক আলোচনা সভায় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাত্রদের

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১ ● আরও ছবি : পৃষ্ঠা-২০

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আহত শতাধিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যৌক্তিক দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করে বক্তব্য দেন। সাড়ে ১২টার পর কয়েকজন পুলিশ নিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে শহীদ মিনার চত্বরে যান জেলা প্রশাসক। এ সময় বিক্ষোভকারীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তিনি চলে যান।

জেলা প্রশাসক চলে গেলে পুলিশ ছাত্রদের ওপর আবার চড়াও হয়। তারা কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে ছুড়তে নতুন ভবনের নিচে সাংবাদিক ও ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। এ সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের আবার সংঘর্ষ বাধে। উভয় পক্ষ একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

বেলা দেড়টায় ছাত্রলীগ একটি মিছিল বের করে কর্মীদের নিয়ে অপরাজেয় চত্বরে এক সমাবেশ করে। তখনো বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসে খণ্ড খণ্ড মিছিল করে। আড়াইটার পর থেকে পরিস্থিতি শান্ত হতে থাকলে গুলিস্তান-সদরঘাট সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।

কয়েকজন বিক্ষোভকারীর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদের যৌক্তিক আন্দোলনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ন্যক্কারজনক কাজ করেছে। ছাত্রনেতারাও আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার অপচেষ্টা করছেন। কয়েকজন আন্দোলনকারীকে ছাত্রলীগের কর্মীরা হুমকি দিয়েছে বলেও তারা জানায়।

তিন ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে পুলিশ অর্ধশতাধিক কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে শেল শেষ হয়ে গেলে কয়েকটি রাবার বুলেটও ছোড়ে।

উপাচার্য বিকেল সাড়ে চারটায় সিন্ডিকেট সভা ডাকেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলেও ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা যায়।

প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান বলেন, 'হল উদ্ধারের বিষয়ে আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগোচ্ছিলাম। কিন্তু রহস্যজনকভাবে যারা এ ঘটনা ঘটাল, তারা সাধারণ ছাত্র নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গোষ্ঠীর ইন্ধন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও জানমাল রক্ষায় আমরা পুলিশের সহযোগিতা নিয়েছি।'

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হান্নান বলেন, 'বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে ওপর মহলের নির্দেশেই আমরা অ্যাকশনে যাই। সংঘর্ষের সময় নয়জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে ছয়জন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও একজন কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থী। বাকি দুজন বহিরাগতকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার কথা জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক বলেন, রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান মো. নূরউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যেসব হল বেদখলে আছে: বাণীভবন হল, শহিদুর রহমান হল, এ আর মজুমদার হল, তিব্বত হল, আবদুর রহমান হল, শহীদ আজমল হোসেন হল, শহীদ শাহাবুদ্দিন হল, শহীদ আনোয়ার শফিক হল, আবদুর রউফ মজুমদার হল, শহীদ নজরুল ইসলাম হল, ডা. হাবিবুর রহমান হল ও বজলুর রহমান হল। এর মধ্যে শুধু বাণীভবনের একাংশ জগন্নাথ কর্তৃপক্ষের দখলে আছে। এ ছাড়া পুলিশের দখলে আছে আবদুর রহমান হল, শহীদ শাহাবুদ্দিন হল ও তিব্বত হল।